জল বাঁচাও

মাছ বাঁচাও

মৎস্যজীবী বাঁচাও

ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের সংহতি

২০/৪ শিল লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৫, ফোন ও ফ্যাক্স - ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯

আমরা যার জন্য লড়াই করি

মিশন স্টেটমেন্ট

আমরা এমন এক মৎস্যক্ষেত্র নীতি সমর্থন ও দাবি করি যা মৎস্য সম্পদ রক্ষা করে এবং প্রাকৃতিক সাম্য বজায় রেখে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের মৎস্য সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার স্বীকার করে। আমরা জনগণের ক্ষমতা সমন্বিত সুস্থায়ী বিকাশের এক বিকল্প সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তরণশীল রাষ্ট্রনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের সংহতি

উপরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বার্তাটি

(Mission Statement)

দেশের বহু মৎস্যজীবী সংগঠনের দ্বারা গৃহীত হওয়ার
প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং
অনেক সংগঠন এটি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে।
আমরা এই প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সমস্ত
সমচিন্তার মৎস্যজীবী ও নাগরিক সংগঠন এবং
ব্যক্তিবর্গের যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করছি।

আমরা বিশ্বাস করি
সবাই মিলে আমরা পারবো

(i)

(ii)

মিশন স্টেটমেন্ট

আমাদের লক্ষ্য, আমরা যার জন্য কাজ করি

আমরা এমন এক মৎস্যক্ষেত্র নীতি সমর্থন ও দাবি করি যা মৎস্য সম্পদ রক্ষা করে এবং প্রাকৃতিক সাম্য বজায় রেখে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের মৎস্যসম্পদ ব্যবহার করার অধিকার স্বীকার করে। আমরা জনগণের ক্ষমতা সমন্বিত সুস্থায়ী বিকাশের এক বিকল্প সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তরণশীল রাষ্ট্রনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভারতবর্ষ অবিশ্বাস্যরকমের জলসম্পদে সমৃদ্ধ। তিনদিক জুড়ে থাকা বিশাল সমুদ্র, অগুন্তি নদী, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধার, পুকুর আমাদের শুধু অসংখ্য ও আশ্চর্য্যজনকভাবে বিভিন্ন ধরণের জলাশয় দিয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে দিয়েছে বিপুল পরিমাণে মৎস্য সম্পদ যা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশে পরিণত করেছে।

প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ থেকে আমাদের দেশে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন মাছ উৎপাদিত হয় যার মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগের বেশি আসে অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র থেকে। জেলে, মাছ চাষী, মাছ প্রক্রিয়াকরণ কর্মী, মাছ বিক্রেতা আর তার সাথে জাল ও নৌকো তৈরী ও মেরামতিতে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়ে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ মৎস্যক্ষেত্র থেকে জীবিকা আহরণ করে থাকেন। অর্থাৎ মৎস্যক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ৩ কোটির উপর। মৎস্যক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হয় অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে।

মাছ থেকে পাওয়া যায় বহু উপকারী খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ উচ্চমানের প্রাণীজ প্রোটিন। ভারতবর্ষে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ মাছ খায়। ১৯৬১ সালের তুলনায় মাছ খাওয়ার মাথাপিছু পরিমাণ বেড়েছে তিনগুণের বেশি। আমাদের দেশের মানুষ যত প্রাণীজ প্রোটিন খায় তার শতকরা ১৩ ভাগের বেশি আসে মাছ থেকে আর দুধের পর মাছই হচ্ছে প্রাণীজ প্রোটিনের সবথেকে বড় যোগানদাতা।

এইভাবে মৎস্যক্ষেত্র আমাদের দেশের খাদ্য সুরক্ষা, পৌষ্টিক মান এবং কর্মসংস্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অধিকন্তু, নিয়োজিত কর্মীদের ৫০ শতাংশের বেশি মহিলা হওয়ার কারণে এটা বলাই বাহুল্য যে মৎস্যক্ষেত্র কর্মসংস্থানে লিঙ্গ সাম্য বজায়ে বড় ভূমিকা নেয়।

আমাদের দেশের মৎস্যসম্পদ আজ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। বিকাশ বা উন্নয়নের নামে আইনি ও বেআইনি লাগামছাড়া জবরদখল, দূষণ ও জলের বিনাশকারী ব্যবহার আমাদের উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলি ও তাদের মৎস্য সম্পদ ধ্বংস করছে। দূষণ এবং যান্ত্রিক মৎস্যশিকারের নৌযানগুলি দ্বারা অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারের কারণে ভারতরে ৮,০০০ কিলোমিটার লম্বা উপকূলের কাছের সমুদ্রে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্ষুদ্র এবং চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা আমাদের জলাশয়গুলির **সর্ববৃহৎ প্রাথমিক অবিনাশকারী দায়ভাগী এবং স্বাভাবিক রক্ষক।** ভালো জল ছাড়া ভালো মাছ হয় না। ক্ষুদ্র এবং চিরাচরিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, সর্বত্র এবং সবসময়, জলাশয় ও মৎস্যসম্পদ রক্ষার চেষ্টা করে। উল্লেখ্য যে চিরাচরিত মৎস্য আহরণ প্রকৃতি বান্ধব এবং জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্রের সহযোগী।

চিরাচরিত মৎস্য আহরণ মাছের প্রাকৃতিক বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া রক্ষা করে যাতে মৎস্য সম্পদের পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়।

অজস্র বন্দর তৈরী মাধ্যমে তথাকথিত উন্নয়নের **সাগরমালা** প্রকল্প উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে। এর সাথে **নদীগুলিকে জুড়ে দেওয়ার প্রকল্প** এবং সম্প্রতি ঘোষিত **১১০টি জাতীয় জলপথ প্রকল্প** গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, ব্রাহ্মণী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, মান্ডভী, জুয়ারি-র মতো ঐতিহ্যশালী বিশাল নদীগুলিতে অবশিষ্ট মৎস্যসম্পদ নির্মূল করে ধ্বংসের বান ডাকাবে।

বিনিয়োগ ভিত্তিক মৎস্যোৎপাদন বৃদ্ধি যা প্রাকৃতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক সাম্যের পরোয়া করে না এবং ক্ষুদ্র মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্যচাষীদের হঠিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় মৎস্যক্ষেত্রের বাইরে থেকে আসা বিনিয়োগকারীদের নিয়ে আসে, না তার বিপরীতে ক্ষুদ্র মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্যচাষীদের জীবিকার নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে **সুস্থায়ী মৎস্যোৎপাদন** - মৎস্যক্ষেত্রে আজ চলেছে এক মৌলিক নীতির সংঘাত। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলি ক্রমান্বয়ে হঠে যাচ্ছে এবং তার সাথে বিপন্ন হচ্ছে মৎস্যক্ষেত্রের সুস্থায়ীত্ব। ভারত সরকারের নীল বিপ্লব-এর প্রকল্পগুলি এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহ যোগাবার জন্যই আনা হয়েছে।

নিষ্ঠুরতম পরিহাস হল এই যে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা, যারা তাদের জীবিকা ও জলাশয়গুলি রক্ষার জন্য লড়াই করে, তাদেরকেই বন্য প্রাণীদের অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত এলাকার জলাশয়গুলি থেকে **সংরক্ষণের অজুহাতে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।**

মূল দায়বদ্ধতা ঃ

আমরা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সুরক্ষা ও বিকাশ সমর্থন করি ও তার জন্য লড়াই করি। **ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র হচ্ছে এমন এক মৎস্যক্ষেত্র যেখানে মৎস্য আহরণকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীরা অন্যের শ্রম শোষণকারী ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য নয় বরং প্রধানতঃ নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য মৎস্যকর্মে সরাসরি অংশ নেয়।**

আমরা **জলাশয়গুলির উপর ক্ষুদ্র মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্যচাষীদের অধিকার** সমর্থন করি ও তার জন্য লড়াই করি। এর অর্থ **সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার বা মাছ চাষের জন্য** সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধার ও পুকুরগুলিকে **ব্যবহার করায় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি।**

মৌলিক নীতি নির্দেশ ঃ

যে মৌলিক নীতি নির্দেশগুলি আমরা সমর্থন করি ও যাদের জন্য লড়াই করি -

১। সুস্থায়ী বিকাশ ঃ মৎস্যক্ষেত্রের সুরক্ষা, ব্যবস্থাপনা, এবং বিকাশ বাস্তুতন্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং তার লক্ষ্য হওয়া উচিত জল ও জলাশয়ের বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবার বিকাশ ঘটানো।

২। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যকর্মীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ ঃ এটি একটি প্রধান নীতিগত বিষয়। আবশ্যিক লক্ষ্য হতে হবে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের ভোগ-দখল সত্বের সুনিশ্চিতকরণ, জল ও মৎস্য সম্পদের সুরক্ষা,

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষা। মৎস্যক্ষেত্রের বাইরে থেকে আসা এক শ্রেণীর বিনিয়োগকারীদের দ্বারা মৎস্যকর্মে চিরাচরিতভাবে যুক্ত মৎস্যজীবীদের হঠিয়ে দেওয়া বা উৎখাত করা এবং ঐ বিনিয়োগকারী শ্রেণীকে সরকারি মদত দেওয়া বন্ধ করতে চরম সতর্কতা নেওয়া দরকার।

৩। **অধস্তনের অগ্রাধিকারের নীতি ঃ** মৎস্যক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের অতি অধিকাংশই হচ্ছে ক্ষুদ্র ও গরীব মৎস্যকর্মী। মৎস্যক্ষেত্রের ভালো থাকার সাথে তাদের ভালো থাকা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এটা সুনিশ্চিত করা দরকার যাতে মৎস্যসম্পদ আহরণ ও রক্ষা করার অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা ও সহায়তা প্রকল্পগুলি নীচের তলা থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে যায় এবং এর বিপরীতে আইনী নিয়ন্ত্রণ ও তা অমান্য করার শাস্তি উপর থেকে শুরু করে নীচের দিকে আসে। এর অর্থ মৎস্য সম্পদ, সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা ও পরিষেবায় অপেক্ষাকৃত ছোট ও গরীব মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার এবং বিপরীতে অপেক্ষাকৃত বড় এবং ধনী মৎস্যজীবীদের উপর কঠোরতর আইনী নিয়ন্ত্রণ ও আইন ভাঙলে কঠোরতর শাস্তি।

৪। **অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন ঃ** মৎস্যক্ষেত্রের প্রশাসন জল নীতি, সমুদ্র নদী খাল বিল জলাধার জলাভূমি এবং পুকুর ইত্যাদি জলাশয়গুলির সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা নীতি এবং জল-বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা নীতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীরা আমাদের দেশের মাটির উপরের জলসম্পদের সর্ববৃহৎ প্রাথমিক ও অবিনাশকারী দায়ভাগী। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে তারাই হচ্ছে আমাদের জলাশয়গুলির স্বাভাবিক রক্ষক। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী

জনগোষ্ঠীগুলিকে ও তাদের প্রতিনিধিদের জল, জলাশয় ও জল-বিভাজিকা সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারণে ও প্রয়োগে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫। **বংশ পরম্পরাগত সমতা ঃ** প্রাকৃতিক সম্পদের আধান শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সেই কারণে মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বংশ পরম্পরাগত ধারাবাহিক অংশগ্রহণ সহ সম্পদের সংরক্ষণ জাতীয় মৎস্যক্ষেত্র নীতির অন্যতম প্রধান বিষয় হওয়া প্রয়োজন।

৬। **লিঙ্গ ন্যায় ঃ** সমগ্র মৎস্যকর্মীদের অর্দ্ধেকের বেশি মহিলা। মৎস্য ক্ষেত্রে মহিলা মৎস্যকর্মীরা পুরুষদের থেকে বেশি প্রান্তিক শুধু তাই নয়, তারা তাদের সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় আছেন। এটি সম্পদের বণ্টন ও সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতির দাবি রাখে।

৭। **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার মোকাবিলায় জনগোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগ ঃ** মৎস্যক্ষেত্র, সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয়তই, জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের উপর সুদক্ষ নজরদারি এবং ঐ প্রভাবগুলি সম্পর্কে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ বাড়িয়ে তোলা পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর মনুষ্যসৃষ্ট আঘাতকে নিয়ন্ত্রণ করেই একমাত্র এটা করা সম্ভব।

৮। **সতর্কতামূলক পদক্ষেপের নীতি ঃ** মৎস্যক্ষেত্র চিরাচরিত জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক পরিষেবার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে এই ক্ষেত্রে নতুন সামাজিক গোষ্ঠী, প্রযুক্তি, প্রজাতি, খাদ্য ইত্যাদি পত্তনের বিষয়ে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এর জন্য কঠোরভাবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপের নীতি অবলম্বন করা উচিত যা এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকার কথা বলে যার ফলাফল পুরোপুরি বা যথেষ্টভাবে জানা নেই।

প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঃ

আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্তরে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ দাবি করি ও তার জন্য লড়াই করি -

ক। ***কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে পৃথক মৎস্য মন্ত্রক*** যা সুস্থায়ী মৎস্যক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশ এবং মৎস্য শিকারি, মাছ চাষী, মাছ বিক্রেতা এবং মৎস্যক্ষেত্রের অন্যান্য সহযোগী কর্মী সহ সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যকর্মীর জীবনজীবিকার সুরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে; এবং

খ। ***জাতীয় মৎস্যক্ষেত্র কমিশন*** যা সরকারী নীতির প্রয়োগ, আন্ত রাজ্য বিরোধ, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার ও ভোগ-দখল স্বত্বের সুরক্ষা ও বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ের দেখাশোনা করবে।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের নির্দিষ্ট অধিকার সমূহ ও ভোগদখল স্বত্ব ঃ

আমরা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট অধিকার ও ভোগ-দখলের স্বত্বগুলি সমর্থন করি ও তার জন্য লড়াই করি -

ক। পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতি ঃ

- জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গ নির্বিশেষে মৎস্য আহরণকারী, মৎস্যচাষী এবং মৎস্য বিক্রেতা সহ প্রতিটি মৎস্যকর্মীকে তার পেশাগত মর্যাদা, অধিকার ও ভোগদখল স্বত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি পরিচয়পত্র দিতে হবে।

খ। ভোগদখলের স্বত্বাধিকার ঃ

- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকারিদের*** (জেলেদের) সমুদ্র, নদী, খাল, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধারের মত সমস্ত জলাশয়গুলিতে এবং এমনকি সংরক্ষিত এলাকার জলাশয়ে মাছ ধরার অধিকার দিতে হবে। মৎস্যসম্পদ আহরণে বৃহৎ মৎস্যশিকারিদের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকারিদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** মাছ ধরার বা মাছ পালন সম্পর্কিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহারের অধিকার দিতে হবে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি জলাশয়ে লিজ নেওয়া ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের*** ভোগদখলের নিরাপত্তা (উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা) নিশ্চিত করতে হবে।
- লিজের শর্ত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয় লিজ নিয়ে মৎস্যচাষরত ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের*** স্বার্থে লিজের ভাড়া নির্ধারণ ও বৃদ্ধি বিধিবদ্ধ করতে হবে;

- সরকারি জলাশয় বা জলাধার সংলগ্ন অঞ্চলের ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** ঐ জলাশয় বা জলাধারে মাছ ধরা বা চাষ করার ক্ষেত্রে অ-মৎস্যজীবী বিনিয়োগকারীদের তুলনায় স্বাভাবিক অগ্রাধিকার থাকতে হবে। জলাশয় বা জলাধার থেকে বর্তমান মৎস্য উৎপাদনের ভিত্তিতে কর ধার্য্য করতে হবে এবং অন্তত পাঁচ বছর তা বাড়ানো চলবে না।

- সম্মতি এবং পর্যাপ্ত পুনর্বাসন ছাড়া কোন অনুমোদিত বা অ-অনুমোদিত বাজার থেকে উৎখাত করার বিরুদ্ধে ***ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের*** সুরক্ষার অধিকার থাকতে হবে।

- কোন বাজার বা এলাকায় মাছ বিক্রি করেন এবং ***ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের*** সেই বাজার বা এলাকায় মাছ বাজার নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ হলে সেখানে পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়ার অধিকার থাকতে হবে।

গ। প্রশাসনিক অধিকার ঃ

- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** সমুদ্র, নদী, খাল, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধার, পুকুর ইত্যাদি সহ সবধরণের জলাশয়ে জল এবং মাছ সুরক্ষার অধিকার দিতে হবে;

- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** প্রাপ্য জল সম্পদের ব্যবহার সহ সমুদ্র, নদী, জলাভূমি, জলাধার, অন্যান্য জলাশয় এবং জলবিভাজিকার (জল সংগ্রহ ও নিষ্কাশন) ব্যবস্থাপনায় অংশ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিতে হবে;

- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বা পালন, দূষণ এবং দখলদারি সহ মৎস্যক্ষেত্রের ক্ষতি করে এরকম সবধরণের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ করার অধিকার দিতে হবে;

- ***ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের*** মাছের পাইকারি ও খুচরো বাজারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকতে হবে;

- ***ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের*** মাছের আড়ত বা সংগ্রহস্থল থেকে মাছ সংগ্রহ ও পরিবহণের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অধিকার দিতে হবে।

ঘ। আর্থিক সশক্তিকরণ ও সংস্থানের অধিকার ঃ

- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের সমবায়, মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদি আর্থিক সশক্তিকরণের সংগঠন গঠন করতে ও চালাতে উৎসাহ ও উৎসাহদায়ক সাহায্য দিতে হবে। এইসব সংগঠন তৈরী করার ও চালাবার শর্তাবলী সহজ ও স্বচ্ছ করতে হবে।

- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের সুদখোর মহাজন ও মাইক্রোফিনান্স কোম্পানিগুলির শোষণ থেকে রক্ষা করতে হবে এবং ব্যাংক পরিষেবা ও ব্যাংক ঋণ সহ সরকারি অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার থাকতে হবে। (ক্ষুদ্র মৎস্য

শিকারি ও মৎস্য চাষীদের কিষান ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা দিতে হবে)।

ঙ। তথ্য জানার, উন্নত মানের মাল-মশলার জোগান ও প্রযুক্তি লাভের অধিকার ঃ

- মৎস্যক্ষেত্রে পরম্পরাগত জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার সহ তথ্যায়নে উপযুক্ত গুরুত্ব ও মান্যতা দিতে হবে;
- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের নৌকা ও জাল তৈরী, শীতল শৃংখল রক্ষা, আবহাওয়া, জোয়ার-ভাঁটা, জলাধার থেকে জল ছাড়া, মাছ চাষের পুকুর তৈরীর উন্নত কৌশল, মাছের প্রজনন ও বীজপোনা, মাছ চাষের প্রথাপ্রকরণ, মাছের উন্নত খাবার এবং বাজার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, তথ্য এবং প্রশিক্ষণগত সহায়তা দিতে হবে;
- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের কাঁকড়া বড় করা, প্রাকৃতিক মাছ পালন এবং মাছের আচার, পাপড় তৈরী ইত্যাদি মূল্যবর্দ্ধক উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, তথ্য এবং প্রশিক্ষণগত সহায়তা দিতে হবে;
- ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের রঙিন মাছ উৎপাদন ও পালনের মতো লাভজনক ভিন্নধর্মী উদ্যোগে সামিল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, তথ্য, প্রশিক্ষণ ও সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- মৎস্যকর্মীদের জন্য সরকারী সহায়তা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সাধারণের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং উপভোক্তা নির্বাচন ও সহায়তা বিতরণে সম্পূর্ণ পদ্ধতিগত নিয়মানুবর্তীতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

চ। পরিকাঠামোর অধিকার ঃ

ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারিদের (জেলেদের) নিম্নলিখিত পরিকাঠামোগত সহায়তা লাভের অধিকার থাকতে হবে -

- মাছ ধরার উন্নত নৌকা ও জাল সরবরাহ এবং নৌকা ও জাল তৈরীর ব্যবস্থা;
- ধরা মাছ নৌকা থেকে নামাবার জন্য মৎস্য জেটি ও বাঁধানো ঘাট;
- মাছ শুকানোর চাতাল এবং সৌর ব্যবস্থা;
- সমুদ্র বা নদীর ধারে মাছ নামানোর জায়গায় আলো, পানীয় জল, বিশ্রামগৃহ এবং শৌচাগার;
- কোল্ড স্টোরেজ, মাছ শুকানোর ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা, বরফ কল।

ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের নিম্নলিখিত পরিকাঠামোগত সহায়তা দিতে হবে -

- নৌকা, জাল এবং মাছ চাষের অন্যান্য হাতিয়ার;
- মাছ সংগ্রহ ও একত্রিত করার, নিলাম করার এবং বাজারের পরিকাঠামো।

- মাছ প্রজনন কেন্দ্র, উন্নতমানের বীজপোনা ও মাছের খাবার, মাছের রোগ চিকিৎসা ইত্যাদি সুযোগ।

ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের নিম্নলিখিত পরিকাঠামোগত সহায়তা দিতে হবে -

- মাছের আড়ত ও খুচরো বাজারে যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা (ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা সাধারণ);
- মাছের আড়ত ও খুচরো বাজারে পানীয় জল, বিশ্রামের জায়গা ও শৌচাগারের মতো প্রাথমিক সুবিধা;
- মাছের বাজারে যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তা, মাছ বিক্রির জন্য উঁচু চাতাল, সাফাই ব্যবস্থা সহ মাছ সংরক্ষণ ও বিক্রি করার যথেষ্ট জায়গা;

ছ। সামাজিক সুরক্ষা ও জীবিকার সহায়তা ঃ

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যকর্মীদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সহ সর্বার্থসাধক সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে -

- সমস্ত মৎস্যকর্মীদের জন্য আবাসন;
- খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা;
- জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা;
- নৌকা ও জাল, মাছ চাষ এবং মাছ পরিবহণ বা বিক্রিতে নিযুক্ত বাহনগুলির জন্য বিমা সুরক্ষা;

- বার্ধক্য ও অক্ষমতা ভাতা;
- মাছ ধরা বন্ধ থাকার বা কম হওয়ার মরশুমে জীবিকা সহায়তা;
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত সহায়তা;

জ। মহিলা মৎস্যকর্মীদের অধিকার ঃ

- মৎস্যক্ষেত্রে সরকারের একটি লিঙ্গ নীতি থাকা উচিত এবং এই নীতি মৎস্যক্ষেত্রের কাজে ***মহিলা মৎস্যকর্মীদের*** যোগদান সংক্রান্ত লিঙ্গভিত্তিক পৃথগীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা প্রয়োজন;
- ***মহিলা মৎস্যকর্মীদের*** জন্য নির্দিষ্টভাবে মহিলা মৎস্যকর্মী প্রকল্প ও বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন যা -

- তাদের আপেক্ষিক অবহেলা ও প্রান্তিকতা দূর করতে সাহায্য করবে;
- আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।

মহিলা মৎস্যকর্মীদের নিম্নলিখিত বিষয়ে অগ্রাধিকার থাকা প্রয়োজন -

- মৎস্যকর্মীদের জন্য প্রণীত আবাসন প্রকল্প, জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও অক্ষমতা ভাতা, বিধবা ভাতা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সহায়তা;
- মৎস্যকর্মীদের জন্য প্রণীত কল্যান প্রকল্প;

- মৎস্যকর্মীদের জন্য সমবায়, উৎপাদক গোষ্ঠী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংগঠিত করা ও চালানো।

- মাছ বিক্রি, মাছ শুকানো ডিঙ্গি ভিত্তিক মাছ ধরা, কাঁকড়া ও গেঁড়ি-গুগলি সংগ্রহ ইত্যাদি যে সমস্ত মৎস্যক্ষেত্রে মহিলা মৎস্যকর্মীরা বেশি সংখ্যায় কাজ করেন সেখানে বিশেষ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

- মাছ বাজার, মাছের আড়ত, মাছ শুকানো ও বাছাই-এর জায়গা ইত্যাদি স্থানে মহিলা মৎস্যকর্মীদের জন্য শৌচাগার, বিশ্রামাগার, শিশু সুরক্ষা গৃহের মতো প্রাথমিক পরিষেবার ব্যবস্থা।